৪.৩ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ ঃ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উৎপাদনশীলতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ, আমদানির বিকল্প উৎপাদন (Production of Import Substitutes), বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নতুন গতি সঞ্চার এবং জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সে প্রয়াসের অংশ হিসেবে বর্তমান ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উদারিকরণ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের **আন্তর্জাতিক** সহযোগিতা বিভাগ নানাবিধ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং পিটিএ (Preferential Trade Agreement) ও এফটিএ (Free Trade Agreement) সম্পৃক্ত কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে ৪৫টি দেশের দ্বি-পাক্ষিক, ৬টি আঞ্চলিক ও ১টি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি আছে **(পরিশিষ্ট-১)**। অধিকন্তু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও **আন্তর্জাতিক** বাণিজ্য সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও এ বিভাগ সরকারকে প্রয়োজনীয় নেগোসিয়েশন কৌশলপত্র, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুটস্ সরবরাহ করে থাকে। **আন্তর্জাতিক** সহযোগিতা বিভাগের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের শতকরা হার লেখ চিত্র-১ এ এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলোঃ

লেখ চিত্র-১ : **Performed Work Segment at International Coopartion Division in Fiscal Year 2013-14**

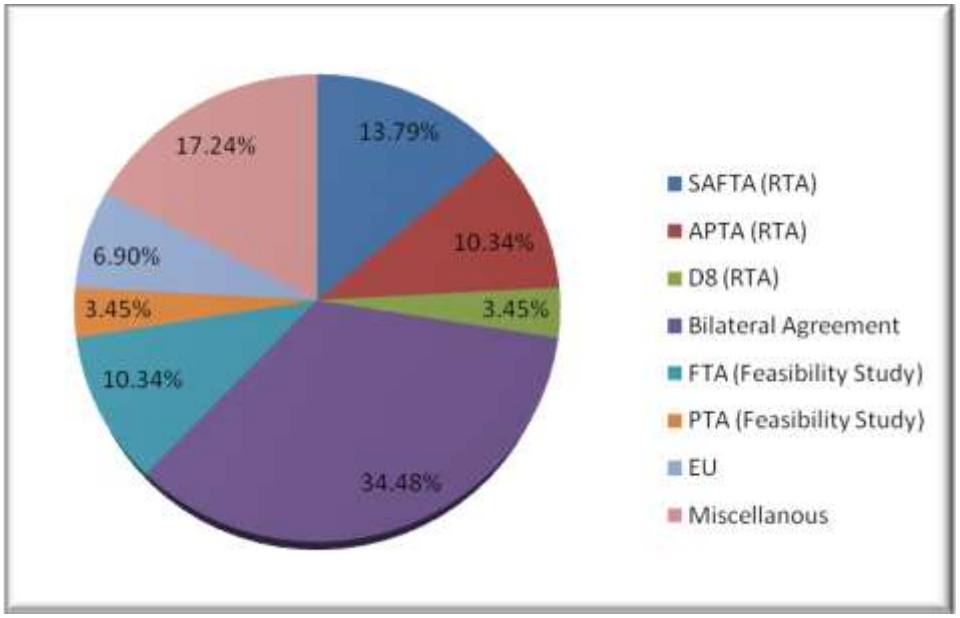

এক. আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

- **South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)**

৪.৩.১ Transposition of SAFTA Sensitive list from HS 2007 to HS 2012

সাফটাভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৪-৬ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে **সাফটা** স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেনসিটিভ লিস্ট, রুলস অব অরিজিন, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং শুল্ক হ্রাসের ফলশ্রুতিতে স্বল্পোন্নত দেশমূহের রাজস্ব ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা চূড়ান্তকরণের পর সদস্য দেশসমূহের অনুসমর্থনের মাধ্যমে চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে। চুক্তির ট্রেড লিবারালাইজেশন প্রোগ্রাম **(TLP)** প্রক্রিয়া ১লা

জুলাই ২০০৬ থেকে কার্যকর হয়। ইতোমধ্যে ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-২ এর আওতায় **সাফটা**ভুক্ত প্রত্যেক দেশ সেনসিটিভ তালিকার পণ্য সংখ্যা ২০% হ্রাস করেছে, যা ১ জানুয়ারী ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়েছে। **সাফটা** দ্বিতীয় ফেজ-এর আওতায় বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিষ্টে উন্নয়নশীল দেশের জন্য এইচএসকোড ২০০৭ অনুযায়ী ৯৯৩টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ তালিকা এইচএসকোড ২০০৭ থেকে এইচএসকোড ২০১২-এ রূপান্তর এবং এতদ্বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ৬ (ছয়) ডিজিট অনুযায়ী ৯৯৩টি পণ্যের তালিকা এইচএসকোড ২০০৭ হতে ২০১২-এ রূপান্তর করায় নতুন সেনসিটিভ লিষ্টে পণ্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,০৩১টি।

৪.৩.২ SAFTA চুক্তির (TLP phase-III) আওতায় বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিষ্টে পণ্যের সংখ্যা হ্রাসকরণ

বর্তমানে **সাফটা** ট্রেড লিবারালাইজেশন প্রোগ্রামের ফেজ-৩ এর আওতায় উলেখযোগ্য হারে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম সদস্য দেশসমূহের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফেজ-৩ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের সেনসিটিভ তালিকা থেকে ন্যুনতম ৩০% পণ্য কমানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি সভা করে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিষ্টের মোট ট্যারিফ লাইনের ১৭% (১৫৭টি) পণ্য চিহ্নিতকরে রিডাকশন লিষ্ট তৈরি করা হয়। **সাফটার** আওতায় ট্রেড লিবারালাইজেশন প্রোগ্রামের ফেজ-২ এর পরবর্তীতে **সাফটাভুক্ত** দেশসমূহের বর্তমান সেনসিটিভ পণ্যের তালিকা নিম্নের **লেখচিত্র-২** এর মাধ্যম দেখানো হল। ১৫৭ টি পণ্য তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে **সাফটা**ভূক্ত দেশসমূহের অনুরোধ তালিকা, স্থানীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা, রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব স্বল্প রাখা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা হয়। তাছাড়া, **সাফটা**ভুক্ত বিভিন্ন দেশের জন্য পৃথক পৃথক অনুরোধ তালিকাও প্রণয়ন করা হয় এবং ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য সংখ্যা ১০০তে নামিয়ে আনার বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

লেখচিত্র ২: সাফটাভুক্ত দেশসমূহের সেনসিটিভ পণ্যের তালিকা

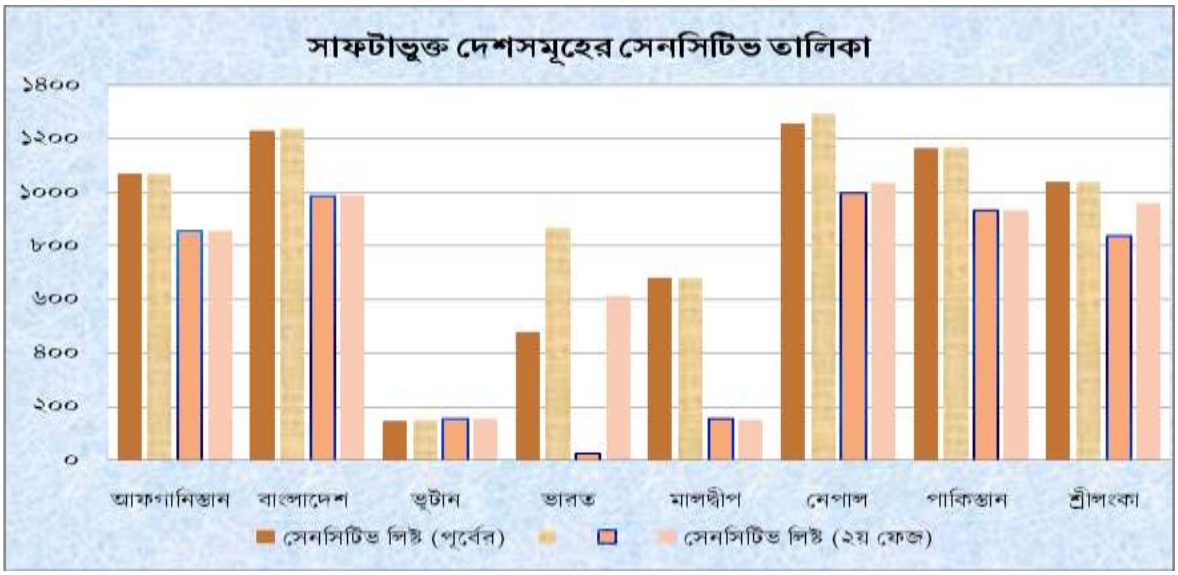

উৎস: সার্ক সচিবালয় ওয়েবসাইট

৪.৩.৩ Draft Motor Vehicle Agreement of the Regulation of Passenger and Cargo Vehicular Traffic amongst SAARC Member States-এর উপর মতামত প্রদান

সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ট্রানজিট সুবিধা চালুর লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত একটি খসড়া চুক্তির উপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন চুক্তিটির

শিরোনাম, পরিধি, সংশিষ্ট প্রটোকল না থাকা, মার্কেটিং ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)-এর ব্যবস্থাকরণ, দুর্ঘটনার দায়-দ্বায়িত্ব, নিরাপত্তা, পরিবেশ দূষণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাসহ মোট ১১টি ধারার বিপরীতে মতামত প্রণয়ন করে।

৪.৩.৪ প্রস্তাবিত রুলস অব অরিজিন সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশান মেকানিজম-এর বিষয়ে মতামত প্রণয়ন

সার্ক সেক্রেটারিয়েট নোট ভারবাল নং SAARC/ETF/193/SAFTA/2013 অনুসারে ভারত **সার্ক**ভুক্ত দেশসমূহে **সাফটা** এবং **সাপটা** সার্টিফিকেট অব অরিজিন বিষয়ে Institutional Machinery and Verification and Safeguard Mechanisms under SAPTA and SAFTA শীর্ষক একটি কনসেপ্ট পেপার তৈরি করে সার্কভূক্ত দেশসমূহের নিকট মতামত চাওয়া হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে কমিশনের মতামত চাওয়া হলে কনসেপ্ট পেপারটি পর্যালোচনাপূর্বক মতামত ও সুপারিশ প্রণয়ন করে তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় ।

- **Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)**

৪.৩.৫ আপটা'র আওতায় বাংলাদেশের নিকট দক্ষিণ কোরিয়ার অনুরোধ ও অফার তালিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাদি

দক্ষিণ কোরিয়া **আপটার** আওতায় এইচএস ৬ ডিজিট লেভেলে ৮টি পণ্যে শুল্ক সুবিধা চেয়ে বাংলাদেশের নিকট অনুরোধ করে এবং এর বিনিময়ে বাংলাদেশকে ১০ ডিজিট অনুযায়ী ১৩টি পণ্যে শুল্ক সুবিধা দিতে চায়। তালিকা দু'টির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিশন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি সভা করে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে **অনুরোধ তালিকা** ও **অফার তালিকা** প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে–তা **সারণি ১ ও ২** এ প্রর্দশিত হল।

সারণি ১: Bangladesh's Request List to South Korea

SL	HS 6	Description
1	030616	Frozen cold-water shrimps and prawns
2	030617	Other frozen shrimps and prawns
3	030627	Other shrimps and prawns not frozen
4	070190	Potatoes, fresh or chilled nes
5	100590	Maize (corn) nes
6	110520	Potato flakes
7	160521	Prepared or preserved Shrimps and prawns : Not in airtight container
8	160529	Prepared or preserved Shrimps and prawns : In airtight container

সারণি ২ : Selected 5 Products from South Korea Request List: Offer List of Bangladesh

SL	HS 6	HS 8	Description
1	720916	72091600	Cold rolled iron/steel, coils >600mm x 1-3mm
2	721049	72104910	Flat rolled prod,i/nas,plated or coated with zinc,>/=600mm wide, nes
3		72104920	

SL	HS 6	HS 8	Description
4	721070	72107010	Flat rolled prod,i/nas,painted,varnished or plast coated,>/=600mm wide
5	730900	73090000	Reservoirs,tanks,vats&sim ctnr,cap >300L,i o s (ex liq/compr gas type)

৪.৩.৬ আপটা ষ্ট্যাডিং কমিটির ৪০ ও ৪১তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

আপটা ৪১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে **আপটা** রুলস অফ অরিজিন-এর মূল্য সংযোজন (Value addition)-এর ক্ষেত্রে শ্রীলংকাকে ৫% অতিরিক্ত সুবিধা দেয়ার প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদান এবং **আপটা**'র ৪০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশের অফার লিস্টকে এইচএসকোড ২০০৭ থেকে এইচএসকোড ২০১২তে রূপান্তর করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। বাংলাদেশ **সাফটা** রুলস অফ অরিজিন-এর আওতায় শ্রীলংকাকে মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে ৫% অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া হয়েছে বিধায় কমিশন থেকে **আপটা**'র আওতায় একই সুবিধা প্রদানের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া, **আপটা**'র ৪০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশের ৫৭৭টি পণ্যভুক্ত অফার লিস্টটি এইচএসকোড ২০০৭ থেকে এইচএসকোড ২০১২ ভার্সনে রূপান্তর করায় জাতীয় ট্যারিফ লাইন অনুযায়ী পণ্য সংখ্যা বেড়ে ৫৯১টি হয়। প্রণীত তালিকাটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.৭ চীন কর্তৃক প্রস্তাবিত APTA Preferential Scheme ও Zero Tariff-এর মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হবে তা পরীক্ষাকরণ

চীন সরকার **APTA** Mechanism-এর মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। **APTA**'র আওতায় শুল্ক সুবিধা পাওয়ার জন্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার ৩৫% পূরণ করতে হবে। উক্ত Mechanism-এর পরিবর্তে চীন বাংলাদেশকে Zero Tariff Scheme-এর আওতায় শুল্ক সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করেছে, যেখানে চীনের মোট ট্যারিফ লাইনের ৯৫% পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন পূরণের শর্ত হলো ন্যূনতম ৪০%। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় **APTA** Preferential Scheme ও Zero Tariff Scheme এর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করা সমীচীন হবে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট মতামত আহবায়ন করে। কমিশন হতে বিষয় দুটি সযত্ন পর্যালোচনা করে Zero Tariff Scheme (যা মূলত: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদ্যোগপ্রসূত) এর আওতায় প্রদত্ত শুল্কমুক্ত সুবিধাভূক্ত পণ্যসমূহকে **APTA** Mechanism-এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য চীনকে অনুরোধ করার পক্ষে মত দেয়া হয় এবং এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সভা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

- **Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (D-8)**

৪.৩.৮ ডি-৮ চার্টার-এর বিষয়ে মতামত প্রদান

ডি-৮ সামিট-এ স্বাক্ষরিত ডি-৮ চার্টার-এর উপর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনের নিকট মতামত আহবান করে। কমিশন থেকে ডি-৮ চার্টারটি পুংখানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে সাধারন ও দফাওয়ারী মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

- **Preferential Trade Agreement (PTA)**

৪.৩.৯ বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত Preferential Trade Agreement (PTA)-এর Article 20 অনুযায়ী Rules of Origin (RoO)-এর বিষয়ে মতামত প্রদান

বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত Preferential Trade Agreement (PTA)-এর Article-20 অনুযায়ী **RoO**-বিষয়ে ইরান কর্তৃক খসড়াকৃত টেক্সট-এর উপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনের নিকট মতামত চাওয়া হয়। ইরান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত **RoO**এর টেক্সটটি অণুপুংখ পর্যালোচনা করে ধারাওয়ারি মতামত প্রণয়ন করে তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

- **Free Trade Area/Agreement (FTA)/Preferential Trade Agreement (PTA) সম্পর্কিত সমীক্ষা** বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত ২০১০ সালে Policy Guidelines on Free Trade Agreement **(পরিশিষ্ট-২)** এর আলোকে নিম্নের **PTA/FTA** সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

  - বাংলাদেশের সাথে মরক্কো, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মালি ও সিয়েরা লিওনের **PTA/FTA;**
  - বাংলাদেশের সাথে **Gulf Cooperation Council (GCC)**-এর **FTA**;
  - বাংলাদেশ ও মেসিডোনিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক **FTA**;
  - ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে **FTA** সম্পাদিত হলে এবং পাকিস্তানকে জিএসপি প্লাস সুবিধা দেয়াতে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক রপ্তানিতে কোন প্রভাব পড়বে কিনা;
  - ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে **FTA** স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের উপর কি প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন

৪.৩.১০ মরক্কো, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মালি ও সিয়েরা লিওনের সঙ্গে PTA/FTA সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

মরক্কো, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মালি ও সিয়েরালিওনের সাথে **PTA/FTA** সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ে অর্থনৈতিক পরিবেশ, বাণিজের গতি-প্রকৃতি, শুল্ক কাঠামো, নন-ট্যারিফ মেজার্স, সেবাখাতে বিদ্যমান বাণিজ্যিক অবস্থা ও ভবিষৎ সম্ভাবনা, বিনিয়োগ, বাংলাদেশ ও এসব দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি, সংশিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে বিদ্যমান বিভিন্ন চুক্তি এবং বাংলাদেশের আমদানি এবং রপ্তানি সম্ভাবনা, আমদানি বাবদ রাজস্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব ইত্যাদি বিষয় বিশেষণ করা হয়েছে। মরক্কো, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মালি ও সিয়েরালিওনের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা হার নিম্নের **লেখচিত্র-৩** এর মাধ্যমে দেখানো হল। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, সিআইএ ফ্যাক্ট বুক, আইটিসি ট্রেডম্যাপসহ বিভিন্ন উৎস হতে সংকলিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

লেখচিত্র ৩: মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা হার

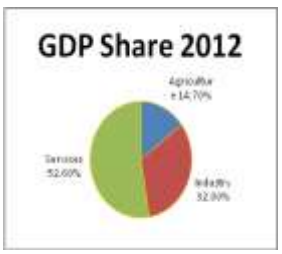

মরক্কো

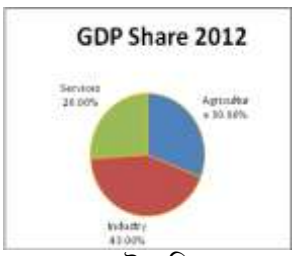

নাইজেরিয়া

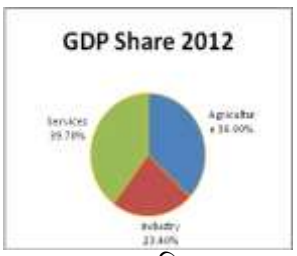

মালি

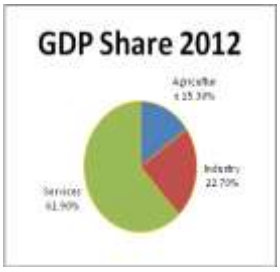

সেনেগাল

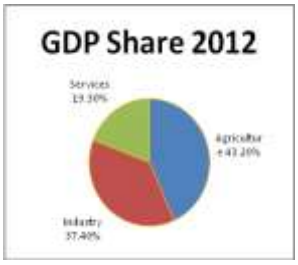

সিয়েরালিওন

কমিশন তথ্য-উপাত্ত বিশেষনপূর্বক নাইজেরিয়া ও মালির সঙ্গে ***FTA*** করা যায় বলে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১১ Gulf Cooperation Council (GCC)-এর সাথে FTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ে কমিশন থেকে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি দেশ: বাহরাইন, কাতার, ওমান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কুয়েত সমন্বয়ে গঠিত **GCC**-এর সাথে বাংলাদেশের **এফটিএ** স্বাক্ষর করা লাভজনক হবে কি না সে বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। **GCC**-এর মধ্যে Customs Union বিদ্যমান থাকায় এককভাবে কোন দেশের সঙ্গে **এফটিএ** করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে **GCC**-র সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক **এফটিএ**'র সম্ভব্যতা যাচাই করার উদ্যেশ্যে বাংলাদেশ ও **GCC**-ভূক্ত দেশসমুহের অর্থনৈতিক পরিবেশ, বাণিজের গতি-প্রকৃতি, শুল্ক কাঠামো, নন-ট্যারিফ মেজার্স, সেবাখাতে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বাংলাদেশ ও **GCC**-ভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি, বিভিন্ন চুক্তি, আমদানি ও রপ্তানির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিশেষণ করে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনে **GCC**-ভূক্ত দেশসমূহে সম্ভাবনাময় তৈরি পোষাকের বাজার ও **GCC**-ভূক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'ট্রেড ইন সার্ভিস'কে অর্ন্তভুক্ত করে **এফটিএ** সম্পাদন করার পক্ষে মত দেয়া হয়। উলেখ্য, ২০০২-০৩ অর্থবছরে **GCC**-ভুক্ত ৬ (ছয়) টি দেশ হতে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ২,২১১.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার–যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪ (চার) গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯,১১১.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিম্নের **লেখচিত্র -৪** এ বিগত ১০ (দশ) বছরে **GCC**-ভুক্ত দেশসমূহ হতে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ দেখানো হলো।

লেখচিত্র -৪ : GCC-ভুক্ত দেশসমূহ হতে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ

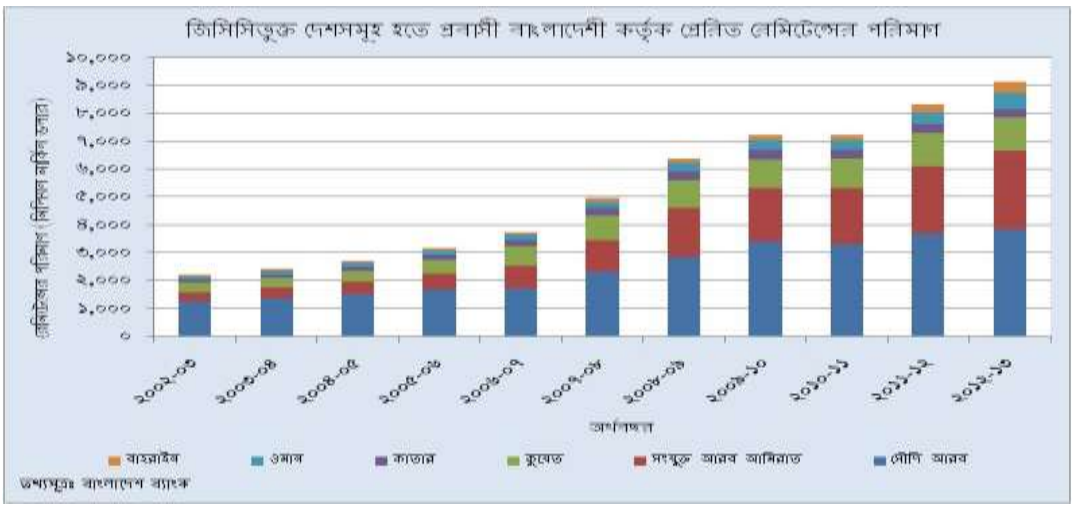

৪.৩.১২. বাংলাদেশ ও মেসিডোনিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত

সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

মেসিডোনিয়ার পক্ষ হতে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক **এফটিএ** করার আগ্রহ প্রকাশ করার প্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক **এফটিএ** গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার উদ্দ্যেশ্যে দু'দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিশ্ব বাণিজ্যিক অবস্থা, আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি, শুল্ক কাঠামো, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য কাঠামো, অশুল্ক বাধা ইত্যাদি বিষয় বিশেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি বিবেচনায় মেসিডোনিয়ায় বাংলাদেশের মোট রপ্তানি উলেখযোগ্য না হলেও এ ক্ষেত্রে একটি ক্রমবর্ধমান ধারা পরিলক্ষিত হয়- যা নিম্নের **সারণি ৩** এ প্রতীয়মান।

সারণি ৩ : Bilateral Trade between Bangladesh and Macedonia

(Value in ml USD)

	2008	2009	2010	2011	2012
Export to Bangladesh	0	0	0.019	0	0.006
Import from Bangladesh	2.05	2.34	2.01	3.31	3.78

Source: WITS

একইসাথে দু'দেশের বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি বিশেষণপূর্বক Medicaments, Tobacco, Portland Cement, Leather, Men's/boys' Trousers, Footwear ইত্যাদি পণ্যে মেসিডোনিয়ায় বাংলাদেশের পণ্যভিত্তিক রপ্তানি-সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়-যার বিস্তারিত তালিকা নিম্নের সারণি-৪ এ বিধৃত।

সারণি-৪: Export Potentials of Bangladesh in Macedonia

(Values in ml USD)

Product Code	Product Description	Global Import of Macedonia in 2012	Global Export of Bangladesh in 2012	Average Applied MFN Duty(2011) (in %)
300490	Medicaments (excluding goods of hea	76.89	22.58	5%
240120	Tobacco, partly/wholly stemmed/stri	17.40	56.72	15%
252329	Portland cement (excl. white cement	16.48	15.74	15%
410712	Leather further prepared after tann	12.86	84.92	13%
854140	Photosensitive semiconductor device	12.33	7.60	0%
190590	Bread, pastry, cakes, biscuits & ot	11.94	5.08	Specific Duty Applied
410711	Leather further prepared after tann	8.14	5.92	13%
640399	Other footwear without outer soles	7.36	139.45	25%
850710	Electric accumulators, incl.	6.60	9.45	20%

Product Code	Product Description	Global Import of Macedonia in 2012	Global Export of Bangladesh in 2012	Average Applied MFN Duty(2011) (in %)
	separa			
240110	Tobacco, not stemmed/stripped	4.47	8.53	15%
640299	Other footwear with outer soles & u	3.92	15.73	24.44%
610910	T-shirts, singlets & other vests, k	3.72	3,656.01	17.50%
410799	Leather further prepared after tann	3.46	18.22	13%
620342	Men's/boys' trousers, bib & brace o	3.18	3,668.70	17.50%
640391	Other footwear without outer soles	3.16	104.02	25%

Source: Calculation of BTC based on data collected from WITS

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দু'দেশের বাণিজ্য ও শুল্ক কাঠামো, বিনিয়োগ পরিস্থিতি, অশুল্ক বাধা বিশেষণপূর্বক মেসিডোনিয়ার সাথে **পিটিএ** করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৩ ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল চুক্তি সম্পাদিত হলে এবং পাকিস্তানকে জিএসপি প্লাস সুবিধা দেয়াতে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক রপ্তানিতে কোন প্রভাব পড়বে কিনা তা পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন

০১ জানুয়ারী, ২০১৪ হতে কার্যকর হওয়া **জিএসপি** সুবিধা অনুযায়ী পাকিস্তান **জিএসপি** সুবিধার ক্ষেত্রে আরো সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। এতে পাকিস্তান আরও শুল্ক সুবিধা লাভ করবে। পাকিস্তানের এই অতিরিক্ত শুল্ক সুবিধা পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক খাতে কি প্রভাব পড়বে তা পরীক্ষা করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। এ বিষয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের আমদানি ও রপ্তানি, বাংলাদেশ, ভারত, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিপূরকতা, নির্ভরতাশীলতা, সাদৃশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক অর্থনৈতিক টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৪ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে এফটিএ স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের উপর কি প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারত সরকার দীর্ঘদিন ধরে একটি **মুক্ত বাণিজ্য এলাকা** গঠনের জন্য নেগোসিয়েশন চালিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারত উভয়ই বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার। অন্যদিকে, ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী এবং আমদানির অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এমতাবস্থায়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি** স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশের বাণিজ্যে কেমন প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে মতামত প্রদানের অনুরোধ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়, যেমন- আমদানি, রপ্তানি,

শুল্কহার, রুলস অফ অরিজিন, প্রিফারেন্স ইরোসন (Preference Erosion), রিভিল্ড কম্পারেটিভ এডভান্টেজ (RCA), সিমিলারিটি ইন্ডেক্স (FKI) ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সুপারিশসহ একটি বিশদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি** স্বাক্ষরিত হলে যে সকল পণ্যে বাংলাদেশের বাণিজ্যে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর তালিকা **পরিশিষ্ট-৩ ও ৪** এ দেখানো হল। প্রসঙ্গত: ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানির গতি-প্রকৃতি **লেখচিত্র -৫** এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র -৫ : Export of Bangladesh to EU and India

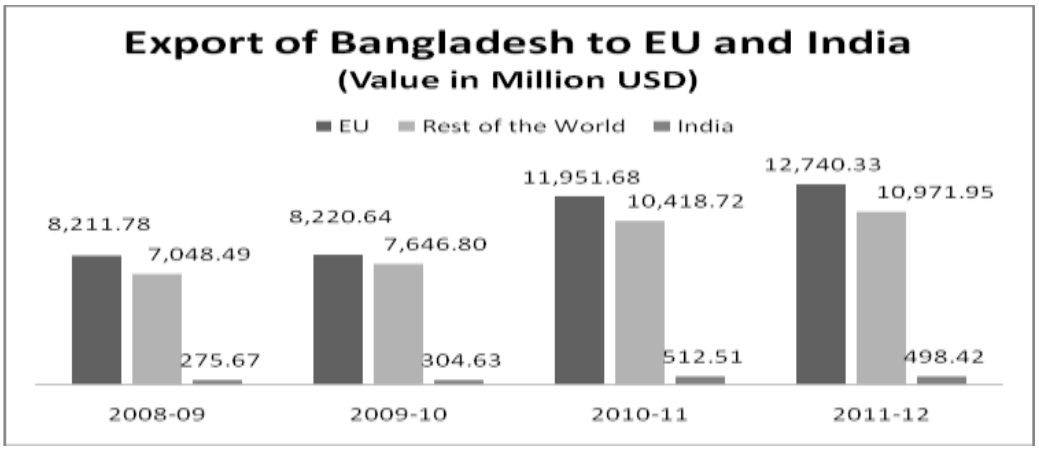

দুই. দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

৪.৩.১৫ থাইল্যান্ডের নিকট শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে থাইল্যান্ডের নিকট শুল্ক সুবিধা চাওয়ার জন্য কমিশনে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ২২টি পণ্যের একটি **অনুরোধ তালিকা** প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের সুপারিশের আলোকে পাট ও পাটজাত পণ্য অন্তর্ভুক্ত করে কমিশন হতে উলিখিত তালিকা সংশোধক্রমে ২৫টি পণ্যের **অনুরোধ তালিকা** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় **(পরিশিষ্ট-৫)**। উলেখ্য, বিগত ১৪-১৫ মে ২০১৩ তারিখ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ডের ৩য় যৌথ বাণিজ্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় থাই কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানে সম্মত হয়।

৪.৩.১৬ সৌদি আরবের নিকট শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত (DFQF) সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (GCC)এর মাধ্যমে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন

বাংলাদেশ-সৌদি আরব ৯ম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কিছু পণ্যে **DFQF** সুবিধা চাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সৌদি আরবকে **GCC** এর মাধ্যমে আবেদন করবে। তদানুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য পণ্যসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য এবং **GCC**-এর শুল্কহার ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৭ ভূটান কর্তৃক অনুরোধকৃত ১৫টি পণ্যের শুল্ক ও করমুক্ত সুবিধার উপর মতামত প্রদান

২০১২ সালের বাংলাদেশ-ভূটান সচিব পর্যায়ের সভায় ভূটান বাংলাদেশকে ১৭টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। ২০১৩ সনের সচিব পর্যায়ের সভায় বাংলাদেশ ভূটানকে জানায় যে, উলিখিত পণ্যসমূহের মধ্যে ২টি পণ্যে তারা শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। অন্যান্য পণ্যসমূহে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের নিকট ভূটানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ট্যারিফ কমিশনকে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করে। বিগত অর্থবছরে বাংলাদেশের সাথে ভূটানের বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নের সারণি ৫ এ দেখানো হল।

সারণি ৫: বাংলাদেশের সাথে ভূটানের বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি

('০০০' মিলিয়ন ডলার)

দেশ	বিবরণ	অর্থবছর				
		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
ভূটান	রপ্তানী	০.৬১	২.২৪	৩.১২	৯.১৩	১.৮২
	আমদানি	১২.১৬	১১.৯৮	১৮.৬	২০.৭১	২৪.৬৭
	বাণিজ্য ভারসাম্য	১১.৫৫	৯.৭৪	১৫.৪৮	১১.৫৮	২২.৮৫

উৎস: রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

কমিশন হতে ভূটানের অনুরোধকৃত **১৫টি পণ্যের** তালিকা পর্যালোচনাপূর্বক স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সভা করে মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৮ বাংলাদেশ-মিয়ানমার Joint Trade Commission (JTC) ৭ম সভার জন্য হালনাগাদ তথ্য প্রদান

গত ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মিয়ানমারের নেপিটোতে **JTC**-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার প্রাক্কালে ১১-১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনসহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাকে তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে। কমিশন হতে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনান্তে JTC-এর কর্মপ্রকৃতি ও পরিধি সংশিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উলেখ্য, ২০১২ সালের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মিয়ানমার বাংলাদেশকে লবনের উপর আরোপিত কর কমানোর অনুরোধ করে। কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশে লবনের উৎপাদন, আমদনির প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন চুক্তিতে এ খাতে বাংলাদেশের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় বিশেষণপূর্বক লবনের উপর কর না কমানোর সুপারিশ করা হয়। প্রণীত সুপারিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৯ ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক জিএসপি স্কিম সংশোধনের কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিশেষণ

০১ জানুয়ারী, ২০১৪ হতে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন তাদের **জিএসপি** স্কিমে কিছু সংশোধনী আনে। সংশোধিত স্কিম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনা না হলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য সুবিধার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। উক্ত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর কিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা বিশেষণপূর্বক মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২০ বাংলাদেশ-সৌদি আরব Joint Economic Commission(JEC)-এর ১০ম সভার কার্যবিবরণীর আলোকে সৌদি আরবে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ

বাংলাদেশ-সৌদি আরব JEC-**এর ১০ম** সভা গত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে রিয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উভয় দেশই বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক বাধা অপসারনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সম্মত হয়। উলিখিত পরিস্থিতিতে সৌদি আরবে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বাংলাদেশের কোন্ কোন্ পণ্যের ক্ষেত্রে কি ধরনের অশুল্ক বাধা রয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দূতাবাসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করে। সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্তের ভিত্তিতে পণ্য ভিত্তিক তালিকা প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন গবেষণাপূর্বক এবং বিভিন্ন অংশীজন (Stakeholder)-দের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য ও মতামতের আলোকে পণ্যভিত্তিক বাধাসমূহ চিহ্নিত করে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অশুল্ক বাধার সম্মুখীন পণ্যসমূহ হল ঃ

- জীবিত প্রাণী
- হর্টিকালচার পণ্য/বীজ
- ফার্মাসিউটিকাল পণ্য
- মাছ এবং মাছজাত পণ্য

৪.৩.২১ বাংলাদেশ-শ্রীলংকা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড-এর ১ম সভার জন্য তথ্য সরবরাহ

বাংলাদেশ-শ্রীলংকা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড-এর **১ম** সভা গত **১৯-২০** ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার প্রস্তুতি হিসেবে শ্রীলংকার সাথে **পিটিএ** স্বাক্ষরিত হলে কোন্ কোন্ পণ্য **পিটিএ**তে অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন হবে এবং শ্রীলংকায় বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ কি ধরণের প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফের সম্মুখীন হতে হয় সে বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। তদানুযায়ী কমিশন হতে বাংলাদেশের রপ্তানির অবস্থা, শ্রীলংকার বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা, শ্রীলংকা কর্তৃক আরোপিত শুল্ক প্রভৃতি বিষয় বিবেচনাপূর্বক শ্রীলংকায় বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা প্রণয়ন এবং শ্রীলংকা কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন অশুল্ক বাধা ও প্যারা-ট্যারিফ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২২ বাংলাদেশ ও বারকিনা ফাসো সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়ার উপর মতামত প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও বারকিনা ফাসো সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়ার উপর শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার নিকট মতামত আহবান করে। কমিশন হতে খসড়া চুক্তির বিভিন্ন ধারা-উপধারার মধ্যে অসামঞ্জস্য বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরনান্তে মতামত প্রণয়ন করে তা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২৩ থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে বাংলাদেশের Joint Economic Commission(JEC)- এর সভা সংক্রান্ত কার্যাদি

বাংলাদেশের সাথে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার **JEC** এর সভায় আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের ডেলিগেশনের জন্য উক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য, পণ্যভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি, বিদ্যমান অশুল্ক বাধা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২৪ Brief on Bilateral Relation between Bangladesh and India

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগ বাংলাদেশ ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর একটি ব্রীফ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে হালনাগাদকৃত তথ্য সংকলনপূর্বক ইনপুটস প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে কমিশন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যক সম্পর্ক, দু'দেশের মধ্যকার আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত উপাত্ত/তথ্য, বিদ্যমান অশুল্ক বাধা, দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভাবনা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

তিন: অন্যান্য কার্যাদি

৪.৩.২৫ বাংলাদেশ-ভারত শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে খসড়াকৃত Partnership Work Plan এর বিষয়ে মতামত প্রদান

বাংলাদেশ-ভারত শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে শুল্ক সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্য SAARC Agreement on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত খসড়া Partnership Work Plan পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রণয়ন করে কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২৬ বাংলাদেশ বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনার বিষয়ে UNCTAD কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান

বাংলাদেশ বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনার বিষয়ে **UNCTAD** কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট মতামত আহবান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন থেকে খসড়া প্রতিবেদনটি পরীক্ষা করে মতামত প্রণয়ন করা হয়। মতামতে বাংলাদেশের শুল্ক সর্ম্পকিত ইনফ্রাকট্রাকচার্স ডেভেলপমেন্ট সারচার্জ (আইডিসি), আঞ্চলিক চুক্তিসমূহের আওতায় **পিটিএ, এফটিএ,** ইকনোমিক কো-অপারেশন ইত্যাদি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যাদি সরবরাহ করা হয় এবং এসব তথ্যাদি প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪.৩.২৭ The Basel Convention Ban Amendment Accession Ratify-এর উপর মতামত প্রদান

Basel Convention Ban Amendment-এ অন্তর্ভক্তু হওয়া বা অনুসমর্থন করা বাংলাদেশের পক্ষে সমীচীন হবে কিনা– সে বিষয়ে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট মতামত চাইলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। কমিশন Basel Convention-এ Hazardousy waste পণ্যের তালিকা ও বাংলাদেশের আমদানি নীতিতে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা পর্যালোচনা করে অনুধাবন করে যে, শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ Basel Convention-এর Hazardous waste তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই Hazardous waste-এর রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না মর্মে কমিশন কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়।

৪.৩.২৮ WTO-Gi Enhanced Integrated Framework (EIF)-এর আওতায় Tier-1 Project প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে গত ২৮ শে নভেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব প্রদান

WTO-এর আওতাধীন **EIF**-এর Tier 1-এর আওতায় প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনসহ এর অধীনস্থ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার নিকট প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে EIF-Tier 1-এর জন্য বরাদ্দ, এর বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানিতে কি কি অশুল্ক বাধার সম্মূখীন হচ্ছে তার উপর একটি ডেটাবেইজ প্রবর্তনের লক্ষ্যে কমিশন হতে একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.২৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন ও জাপান সফর উপলক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে অলোচনার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০১৪ সনে চীন ও জাপান সফর উপলক্ষ্যে ব্রীফ প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। দু'দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য কমিশন হতে চীন ও জাপানের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ, বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিদ্যমান বিভিন্ন চুক্তি, বিনিয়োগ সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিশেষণপূর্বক সম্ভাব্য টকিং পয়েন্টসহ পৃথক পৃথক দু'টি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ এর ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ঃ

- South Asian Free Trade Area (SAFTA) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- SAARC Trade in Services (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন।
- Asia Pacific Trade Agreement (APTA) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- Trade Preferential System among OIC Countries (TPS-OIC) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- Preferential Trade Agreement among D-8 Member States চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- Preferential Trade Agreement (PTA) among the Countries of Indian Ocean Rim -Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) চুক্তিতে অংশগ্রহণে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- বিভিন্ন দেশের সাথে নিম্নে উল্লিখিত দ্বি-পাক্ষিক PTA/FTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন যথা:

  ক. **বাংলাদেশ ও জর্ডানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক FTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;**

  খ. **বাংলাদেশ ও মরিশাসের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক FTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;**

গ. বাংলাদেশ ও মিয়ানমার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক PTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন

প্রণয়ন;

ঘ. বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক PTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন

প্রণয়ন;

ঙ. সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন দেশের সাথে PTA/FTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন

- দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কাজ।
- General Agreement on Trade in Services (GATS) এর আওতায় সেবাখাত **সংক্রান্ত** ইস্যুসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- World Trade Organisation (WTO) এর আওতায় Non-Agricultural Market Access (NAMA) বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।
- সময়ে সময়ে সরকারের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য কাজ সম্পাদন।